বাংলাদেশে অর্থনীতি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয়

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক গঠিত "বাংলাদেশে অর্থনীতি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত স্বাধীন কমিশন"

১. *ভূমিকা*

বাংলাদেশে অর্থনীতি শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সমিতি একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে এবং কমিশনকে এই দায়িত্ব অর্পণ করে।

অর্থনীতির সুশিক্ষা এবং এর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ও কুশলতার প্রয়োজন বলার অপেক্ষা রাখে না। Sir Alec Cairncross (1985) অর্থনীতিকে একটি শিল্প (industry) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সম্ভবতঃ অনেকেরই অজানা যে স্বীকৃত শিল্প বিন্যাসে (standard industrial classification) "অর্থনীতি গবেষণা" নামের একটি ছয়-অংকের (six-digit) শিল্প শ্রেণীর কথা উল্লেখ আছে। এই শিল্পের উৎপাদন হোল অর্থনীতিবিদ। আমেরিকার মত দেশে অর্থনীতি শিক্ষার পর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষকতা পেশা অবলম্বন করেন। অন্যরা অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকেন। আমাদের মত দেশে এই সব বিষয়ের উপর কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। বিশেষ করে এই শিল্পের উৎপাদনের (অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্তদের) মান সম্বন্ধে তথ্য একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ এটি একটি অত্যন্ত জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সময়োচিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কমিশন কাজ শুরু করে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তার সাথে সাথে অর্থনীতির পঠন-পাঠন ও গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রবীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাহিরের কিছু যোগাযোগ থাকায় আন্তর্জাতিক মানকে বিবেচনায় রেখে এই সব প্রতিষ্ঠানে অর্থনীতির শিক্ষা গবেষণা ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়াস অব্যাহত আছে। বলতে দ্বিধা নেই যে এই পর্যায়েও প্রচলিত শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার মান ও ব্যাপকতা সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা এখনও হয়নি।

বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কলেজে ব্যাপকভাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই সব কলেজে অর্থনীতি শিক্ষার আরও গভীর ও ব্যাপক সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। এই সব সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় চিহ্নিত করার প্রয়াসই এই গবেষণার মুখ্য

উদ্দেশ্য ।

২. *গবেষণা পদ্ধতি*

অর্থনীতি শিক্ষার অবস্থা জানার জন্য বিভিন্ন রকম গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় । কোন স্তরের অবস্থা জানতে চাই, সেই অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় । এই গবেষণার উদ্দেশ্য পাঠদান প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের অবস্থা জানা । তাই এই পর্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ-পদ্ধতি অবলম্বন করে এই গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে । কারণ বাস্তব অবস্থা জানতে হলে "Questions must be asked before answers can be given. The questions are expression of our interest in the world, they are at the bottom our valuations" (Gunnar Myrdall, 1953). প্রশ্নমালা ছিল চার প্রস্থ (set) । মোট ২৭ সংখ্যক প্রশ্ন-সম্বলিত প্রথম প্রস্থের প্রশ্নমালা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে

টেবিল ১ : বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাগত পটভূমি ভিত্তিক জরিপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর বিন্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত পটভূমি					সমগ্র
	বিজ্ঞান	কলা	বাণিজ্য	মাদ্রাসা	O/A	
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৭	৩৪৭	৬২	১৭	৪	৫৯৭ (৭৮.৪)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪	১২	৪	১	১	২২ (২.৮)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩০	২২	৬	৪	-	৬২ (৮.১)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৭	৪	-	-	১৪ (১.৮)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৭	২	-	-	১৪ (১.৮)
শাহ্ জালাল বিশ্ববিদ্যালয়	১৩	৭	৫	-	-	২৫ (৩.২)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৫	-	-	-	১১ (৩.২)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	-	-	-	-	১৫ (১.৯)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের উত্তরদাতা	১৬৭ (২৮.০)	৩৪৭ (৫৮.৪)	৬২ (১০.৪)	১৭ (২.৮)	৪ (.৬৭)	(১.৯)
অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ের উত্তরদাতা	৭৫ (৪৬.৩)	৬১ (৩৭.২)	২১ (১৩)	৫ (৩)	৪ (১)	১৬৪ (১০০)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এই প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য হোল তাদের প্রত্যাশা, সমস্যা ও তার সমাধান ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া। দ্বিতীয় প্রস্থ প্রশ্নমালা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, যাঁরা বর্তমানে কর্মরত অর্থাৎ কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত আছেন তাদের জন্য। অর্থনীতিতে ডিগ্রী নিয়ে চাকুরী জীবনের প্রত্যাশা,সমস্যা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা এই প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য। এতে ১৫টি প্রশ্ন সংযোজিত আছে। তৃতীয় প্রস্থ প্রশ্নমালা অর্থনীতির শিক্ষকদের জন্য। মোট ৯টি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শিক্ষাশেষে চাকুরী প্রাপ্তি বিষয়ক কিছু দিক তুলে ধরা ছিল এই প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য। চতুর্থ প্রশ্ন প্রস্থটি ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা দপ্তর প্রধানের জন্য, যেখানে শিক্ষা পরবর্তী জীবনে অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা কর্মরত আছেন। চাকুরীরত এই সব ব্যক্তিদের কুশলতা, সীমাবদ্ধতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিমত সংগ্রহ করা ছিল ১৩টি প্রশ্ন সম্বলিত এই প্রশ্ন প্রস্থের উদ্দেশ্য। মাঠ গবেষণা ২০০৫ সালের বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করা হয়।

৩. *পাঠরত অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের অভিমত*

অর্থনীতি শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম,খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৭৬১ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কালজ থেকে ৫৯৭ জন (৭৮.৫%) এবং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৬৪ জন (২১.৫%) ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন প্রশ্নের উপর তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৫৮ ভাগ কলা, ২৮ ভাগ বিজ্ঞান, ১০ ভাগ বাণিজ্য এবং ৭ ভাগ মাদ্রাসা থেকে আসে। পক্ষান্তরে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৩৭ ভাগ কলা, ৪৬ ভাগ বিজ্ঞান, ১৩ ভাগ বাণিজ্য এবং ৩ ভাগ আসে মাদ্রাসা থেকে। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা থেকে গবেষণার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৩.১ *অর্থনীতি অধ্যয়নের কারণ*

এই প্রশ্নের উত্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অর্থনীতির অধ্যয়ণ আকর্ষণীয়, চ্যালেঞ্জিং এবং সমাজ উন্নয়ণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে বলে জানিয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১.৫% ছাত্রছাত্রী বিদেশে অধ্যয়ণ করা সহজ হবে বলে জানিয়েছে। যেখানে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হার ১১%। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা প্রায় ২১ ভাগের তুলনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র শতকরা ৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বলেছে যে, এতে চাকুরী পেতে সুবিধা হবে। চাকুরী লাভ সম্পর্কে এই উত্তরটি উদ্বেগজনক বলে মনে হয় (টেবিল-২)।

৩.২ *অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্তির প্রত্যাশার কারণ*

এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিষয়টির অধ্যয়ণ আগ্রহ উদ্দীপক এবং মনন ও দক্ষতা সৃষ্টিতে সহায়ক বলে জানিয়েছে। অনেকেই বলেছে বিষয়টি সমাজ সচেনতা সৃষ্টিতে সহায়ক এবং এটা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয় বুঝতে সাহায্য করে। এই উত্তরগুলো ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং প্রত্যাশা যে খুব উচুঁ তাও লক্ষ্য করা যাচেছ।

টেবিল ২ : অর্থনীতি অধ্যয়নের কারণ

উত্তরদাতা	আকর্ষনীয় ও চ্যালেজিং	সমাজ ও উন্নয়ন সচেতনকারী	অন্য বিষয় অপেক্ষা ভাল	চাকুরী প্রাপ্তি	বিদেশে অধ্যায়নের সুবিধা	অন্যান্য	মোট
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতা	২৫৪ (৪২.৫)	২০৪ (৩৪.২)	৩৬ (৬)	৯ (১০৫)	৭ (৯.২)	৪১ (৬.৮)	৫৯৭ (১০০)
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরদাতা	৪৯ (২৯.৯)	৩১ (১৮.৯)	২৩ (১৪.০)	৩৫ (২১.৪)	১৮ (১০.০)	৮ (৪.৮)	১৬৪ (১০০)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

৩.৩ *সিলেবাস প্রাপ্যতা*

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সবাই জানিয়েছে যে, সিলেবাস পাওয়া যায় এবং তারা সিলেবাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত আছে। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কি ধারণা এই প্রশ্নের উত্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের উত্তরদাতাগণের অধিকাংশই বলেছে যে, সিলেবাস বেশ দীর্ঘ এবং সমস্ত বিষয় আলোচনা করা সম্ভব নয়। অনেকে এই অভিমতও প্রকাশ করেছে যে, সিলেবাস সনাতন এবং এতে নতুন ধারনার সংযোজন প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক দিক উপেক্ষিত বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন। তবে সিলেবাসের আকার সম্বন্ধে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতাদের অধিকাংশ সিলেবাস দীর্ঘ বলে অভিমত পোষন করে না।

টেবিল ৩ : সিলেবাস প্রাপ্যতা এবং সিলেবাস সম্বন্ধে ধারণা

উত্তরদাতা	সিলেবাস				
	সহজে পাওয়া যায়	পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে	ব্যবহারিক দিক উপেক্ষিত	সনাতন, নতুন ধারণা প্রয়োজন	দীর্ঘ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের উত্তরদাতা	৫৫০ (৯২.১)	৫৫৩ (৯২.৬)	৪৩২ (৭২.৩)	২৭৮ (৪৬.৫)	৩৮৯ (৬৫.১)
অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতা	১৪৯ (৯০.৯)	১৫০ (৯১.৫)	১১০ (৬৭.০)	৪৪ (২৬.৮)	২৬ (১৫.৮)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে
** সংখ্যাগুলো পরস্পর অন্তর্ভূক্তিকর (mutually inclusive)*

৩.৪ *বিভিন্ন কোর্সে পঠিত পুস্তক সম্পর্কে*

বিভিন্ন কোর্সে পঠিত পুস্তক সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতারা যে সব পুস্তকের উল্লেখ করেছে সেগুলোর মান খুব উন্নত নয়। ইংরেজীতে লেখা মানসম্পন্ন কোন বইয়ের নাম প্রায় উল্লেখই করেনি। বাংলায় লেখা উল্লিখিত বইগুলোরও বেশীর ভাগ ছিল সাধারণ মানের। বাজারে ভাল বাংলা বইয়ের অভাবও এর একটা কারণ। তবে উল্লেখযোগ্য কোন ইংরেজী বই না পড়ে সম্মান এবং মাষ্টার্স প্রোগ্রাম সমাপ্ত করা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। বিভিন্ন কোর্সে ভাল ইংরেজী বই পড়াতো দূরের কথা, এগুলোর নামও ছাত্রছাত্রীরা জানে বলে মনে হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমুহে এই সমস্যা বেশী প্রকট হলেও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমুহেও এই সমস্যা রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতার পেশাগত জার্নাল পাঠের ব্যাপারে উত্তর ছিল নৈরাশ্যজনক। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী কোন জার্নালই পড়েনি। কিছু ছাত্রছাত্রী জার্নালের দুই একটা প্রবন্ধ পড়েছে বলে উল্লেখ করেছে। এ কথা শুধু সম্মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়, মাষ্টার্সের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থাও অনুরুপ। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীর বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীও কোন জার্নাল পড়েনি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারর্স কোর্সের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পেশাভিত্তিক জার্নাল পড়েছে। এর উপর আরও প্রায় শতকরা ২০ ভাগ মাঝে মধ্যে জার্নাল পড়েছে। তার অর্থ এই যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পেশাভিত্তি কোন জার্নাল পড়েনি।

৩.৫ *বইপত্র ক্রয় এবং গ্রন্থাগারে পড়াশুনা*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমুহের বেশী ভাগ উত্তর দাতা বইপত্র নিজে ক্রয় করে পড়ে বলে জানিয়েছে। কম সংখ্যকই বিভাগীয় বা কেন্দ্রীয় গ্রান্থাগারে পড়াশুনা করে। শতকরা দশ ভাগ উত্তর দাতা জানিয়েছে যে, তারা বই ফটোকপি করে পড়ে। বই ক্রয় না করে তা ফটোকপি করে ব্যবহার করার প্রবণতা এই উত্তরে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক

টেবিল ৪ : বইপত্র ক্রয় ও গ্রন্থাগারে পড়াশুনা

উত্তরদাতা	পঠিতব্য বিষয় সংগ্রহের উৎস				লাইব্রেীতে পাঠাভ্যাসের ধরণ		
	ক্রয়	লাইব্রেরী	ফটোকপি	অন্যান্য	নিয়মিত	অনিয়মিত মাঝেমধ্যে	বা কখনও না
কলেজসমূহের উত্তরদাতা (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)	৩৬৯ (৬১.৮)	১৩৭ (২২.৯)	৫৫ (৯.২)	৩৬ (৬)	৪৬ (৭.৭)	৪১৯ (৭০.১)	১৩২ (২২.১)
অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতা	৭১ (৪৩.২)	৬৬ (৪৬.১)	১৭ (১০)	১০ (৬)	১৩ (৮.০)	১৩২ (৮০.৪)	১৯ (১১.৫)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

ছাত্র-ছাত্রী বই কিনে পড়ে কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেক অধিক হারে, প্রায় দ্বিগুন হারে, লাইব্রেরী ব্যবহার করে। ফটোকপি ব্যবহার করে পড়াশুনা করার হার উভয়ের ক্ষেত্রে সমান- প্রায় ১০ ভাগের মত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু সাধারণ এবং মুখ্যত বাংলা বই পড়ে সেহেতু তারা গ্রন্থাগারে পড়া ততটা প্রয়োজনীয় মনে করে না। এ ছাড়া জার্নাল তেমন না পড়ায় গ্রন্থাগারের উপর ছাত্রছাত্রীরা ততটা নির্ভরশীল নয়। উত্তর দাতাদের মাত্র ৮% নিয়মিত গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করে বলে জানিয়েছে, ৭০% জানিয়েছে যে তারা অনিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। উদ্বেগজনক হলেও সত্য যে, প্রায় ২০% ছাত্রছাত্রী কখনো গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না বলে জানিয়েছে (টেবিল-৪)।

৩.৬ *শিক্ষকদের ক্লাস নেয়া ও ক্লাসের বাইরে সময় দেয়া*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়া সম্বন্ধে প্রায় একই রকম তথ্য পাওয়া গেছে। উভয় ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ ছাত্রছাত্রী জানিয়েছে যে শিক্ষকগণ ক্লাস নেন, তবে ৩৬% জানিয়েছে যে ক্লাস নিয়মিত নেয়া হয় না। উত্তর দাতাদের ৮৫% বলেছে যে, শিক্ষক যখন ক্লাস নেন তখন পুরো সময় ক্লাস নেন, আর ১৫% জানিয়েছে যে, ক্লাস পুরো সময় হয় না।

নিয়মিত ক্লাস না হওয়া (৩৬%) এবং পুরো সময় ক্লাস না হওয়া (১৫%) উদ্বেগজনক। জবাবদিহিতার অভাব এবং শিক্ষকদের ননএকাডেমিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকা এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো এ জন্য দায়ী হতে পারে বলে মনে হয় (টেবিল-৫)।

ক্লাসের বাইরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শতকরা প্রায় ৮৫ শতাংশ নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু সময়দেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেলায় এই হার প্রায় ৮০ শতাংশ। নিয়মিতভাবে ছাত্রদের সময় দেওয়ার বিষয়ে উভয়ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক তথ্য পাওয়া যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহে এই হার মাত্র ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই হার মোটে শতকরা ২৫ ভাগ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ২০ শতাংশ শিক্ষক এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১৫

টেবিল ৫ : শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়া, সময় দেওয়া ও বই-পুস্তক সম্বন্ধে উপদেশ

উত্তরদাতা	নিয়মিত ক্লাস নেন	ক্লাসের পুরো সময় পড়ান	বই ও জার্নাল সম্বন্ধে বলেন	ক্লাসের বাইরে সময় দেন		
				নিয়মিত	অনিয়মিত	কখনও না
কলেজসমূহের উত্তরদাতা*	৩৮৭	৫০৯	৪১৮	৪৮	৪২৮	১২১
	(৬৪.২)	(৮৫.২)	(৭০.০)	(৮.০)	(৭১.৬)	(২০.২)
অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতা	১০৪	১৪০	১৪২	৪১	৯৮	২৫
	(৬৩.৪)	(৮৫.৪)	(৮৬.৫)	(২৫.১)	(৫৯.৭)	(১৫.২)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

** ২য় স্তম্ভের সংখ্যাগুলো পরস্পর অন্তর্ভূক্তিকর (mutually inclusive)*

শতাংশ শিক্ষক কখনও ক্লাসের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের সময় দেননা। বিষয়টি ভেবে দেখবার মত।

৩.৭ *বই পুস্তক সম্পর্কে শিক্ষকের উপদেশ*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ৭০% উত্তর দাতা বলেছে যে, শিক্ষকগণ পুস্তক এবং জার্নাল সম্পর্কে বলে থাকেন তবে ৬০% বলেছে এ সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা শিক্ষকদের কাছ থেকে পায় না। যে সব পুস্তক ও জার্নালের নির্দ্দেশনা ছাত্র-ছাত্রীরা পায়, তার অধিকাংশ বাংলা এবং উচ্চমানের নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৮৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিমত এই যে, শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় বই ও জার্নাল সম্বন্ধে বলেন এবং এসবের অধিকাংশ ইংরাজী এবং বিদেশী লেখকের বই।

৩.৮ *টিউটোরিয়াল ক্লাস গ্রহণ*

প্রতি মাসে কোর্স শিক্ষক কয়টি টিউটোরিয়াল নেন এর উত্তর ছিল বেশ নৈরাশ্যজনক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের শতকরা ৬৩ ভাগ ছাত্রছাত্রী জানায় যে, কোন টিউটোরিয়ালই নেয়া হয় না। শতকরা প্রায় ৩৭% জানায় যে কিছু টিউটোরিয়াল নেয়া হয়। যদি টিউটোরিয়ালের জন্য নম্বর থাকে তা হলে আদৌ টিউটোরিয়াল না নিয়ে বা খুব কম সংখ্যক টিউটোরিয়াল নিয়ে কি ভাবে তার উপর নম্বর প্রদান করা হয় তা ভাববার বিষয়। এছাড়া টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের যে প্রস্তুতি হয় তা থেকেও তারা বঞ্চিত হচেছ (টেবিল-৬)। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ও অবস্থা আশা ব্যঞ্জক নয়। মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অভিমত যে শিক্ষকরা নিয়মিত টিউটোরিয়াল ক্লাস নেন। প্রায় ৩৮ শতাংশের মতে কখনই নেওয়া হয় না। বিষয়টি উদ্বেগজনক।

৩.৯ *চাকুরী প্রাপ্যতা সম্বন্ধে*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ১৮% ছাত্রছাত্রী মনে করে যে, অধ্যয়ন শেষে চাকুরী পেতে সময় লাগবে মাত্র এক বছর, প্রায় ৭৫% মনে করে সময় লাগবে ২ থেকে ৪ বছর এবং ৮% মনে করে ৪ বছরেরও বেশী সময় লাগবে। চাকুরীর অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তাদের ধারণা বাস্তব অবস্থার সঙ্গেঁ

টেবিল ৬ : টিউটোরিয়াল ক্লাস নেওয়া

উত্তরদাতা	নেওয়া হয় না	কখনো কখনো নেওয়া হয়
কলেজসমূহের উত্তরদাতা	৩৭৯ (৬৩.৪)	২১৮ (৩৬.৫)
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের উত্তরদাতা	৬২ (৩৭.৮)	৫২ (৩১.৭)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হচেছ (টেবিল-৭)

অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতাদের শতকরা ৩৯ ভাগ পড়াশুনা শেষে এক বছরের মধ্যে

চাকুরী পাওয়া প্রত্যাশা করে। প্রায় ৫৪ শতাংশ ২-৪ বছরের মধ্যে চাকুরী প্রাপ্তির আশা করে। কলেজসমূহের মত প্রায় ৭ শতাংশ মনে করে যে, চার বছরের বেশী সময় লাগবে।

৩.১০ *অর্থনীতি শিক্ষায় প্রাপ্ত দক্ষতা*

যে যে বিষয়ের উপর ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা হবে বলে তারা মনে করে সেগুলো হল বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, অর্থনীতি সম্পর্কীয় নীতি বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং উন্নয়ণ পরিকল্পনা/প্রকল্প প্রনয়ণ

টেবিল ৭ : পড়াশুনা শেষে চাকুরিপ্রাপ্তি

উত্তরদাতা	১ বছরের মধ্যে	২-৪ বছর	৪ বছরের বেশী
উত্তরদাতা সমস্ত	১০৭ (১৭.৯)	৪৪৫ (৭৪.৫)	৪৫ (৭.৫)
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতা	৬৪ (৩৯.০)	৮৮ (৫৩.৭)	১২ (৭.৩)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

সম্পর্কে ধারণা।

৩.১১ *অর্থনীতি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্রছাত্রীদের সুপারিশ*

ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। এগুলো হলঃ

(ক) নিয়মিত ক্লাস ও টিউটোরিয়াল নেবার ব্যবস্থা

(খ) লাইব্রেরী ও সেমিনার (বিভাগীয়) লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই ও জার্নাল রাখা

(গ) পাঠক্রমের ক্রমাগত উন্নয়ণ

(ঘ) প্রকৃত মেধা যাচাইকারী পদ্ধতি ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা।

(ঙ) যে সব বিষয়ে পাঠদান করা হয় তার সাথে প্রশ্নের সম্পর্ক থাকা।

৪. *অর্থনীতির শিক্ষকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য*

সর্ব্বসমেত ১৮০ জন শিক্ষককে নমুনা জরিপের আওতায় আনা হয়েছিল। তন্ধ্যে ১৮ জন বা ১০% ছিলেন অধ্যাপক, ৩৪ জন বা ১৮.৯% ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক। অবশিষ্টরা সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে শিক্ষকতা করছেন। ১৮০ জন উত্তর দাতাদের মধ্যে ১২ জন অর্থাৎ ৬.৭% ডক্টরেট ডিগ্রীধারী। প্রায় ৬১% উত্তরদাতা শিক্ষকতায় ১০ বছর বা ততোধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এর মধ্যে ৩০%-এর অভিজ্ঞতা ২০ বছর বা ততোধিক। জরিপে অর্ন্তভূক্ত শিক্ষকের মধ্যে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। যে ১২ জন পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী আছেন তাদের সবাই

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

৪.১ *পাঠ্যক্রম*

কলেজসমুহের প্রায় ৫৯% উত্তরদাতা মনে করেন বর্তমান অর্থনীতির কোর্স সমুহের পাঠ্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায় না অর্থাৎ পাঠ্যক্রমগুলো বেশী দীর্ঘ। প্রায় ৮৮% মনে করেন যে পাঠ্যক্রম সুসংজ্ঞায়িত নয়। আনুমানিক চার-পঞ্চমাংশেরও বেশী (৮৩%) উত্তরদাতা বর্তমান পাঠ্যক্রমসমুহকে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জানার জন্য পর্যাপ্ত বলে মনে করেন না। তবে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী (৭৬.৭%) উত্তরদাতা বর্তমান পাঠ্যক্রমকে পরবর্তী উচচতর স্তরে অর্থনীতি অধ্যয়নে সহায়ক হবে বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শতকরা ১৩ মনে করেন যে সিলেবাস বৃহদাকার; প্রায় ১৮ ভাগে সিলেবাসকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে অধ্যয়নের সহায়ক মনে করেন। কলেজ শিক্ষকদের মত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ শিক্ষক (৭১%) মনে করেন যে বাংলাদেশকে জানার জন্য প্রচলিত সিলেবাস সহায়ক নয়। এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বই এর নিদারুন অভাব রয়েছে বলে তারা মনে করেন। প্রাসঙ্গিক বইয়ের দুস্প্রাপ্যতা ইংরাজী ও বাংলা উভয় বইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪.২ *পাঠ্য পুস্তক*

টেবিল ৮ : সিলেবাসের আকার ও মান

উত্তরদাতা	বৃহদাকার	সিলেবাস সুসংজ্ঞায়িত নয়	বাংলাদেশকে জানার সহায়ক নয়	পরবর্তী উচ্চতর স্তরে অধ্যয়নের সহায়ক
কলেজসমূহের উত্তরদাতা*	৮৪ (৫৯.১)	১২৫ (৮৮.০)	১১৮ (৮৩.০)	১০৮ (৭৬.০)
পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ের উত্তরদাতা	৫ (১৩.১)	৭ (১৮.৪)	২৭ (৭১.০)	৩০ (৭৮.৯)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে
** সংখ্যাগুলো পরস্পর অন্তর্ভূক্তিকর (mutually inclusive)*

কলেজসমূহের প্রায় ৬৮% শিক্ষক ক্লাসে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই পাঠদান করে থাকেন। তবে ১৮% শুধুমাত্র বাংলায় এবং ৭% শুধুমাত্র ইংরেজীতে ক্লাসে পাঠদান করে থাকেন। অধিকাংশ (৯৭.০%) শিক্ষকই মনে করেন যে ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষায় লেখা বই পড়া উচিত। প্রায় ৫৪% শিক্ষকের মতে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক পড়তে ও বুঝতে সক্ষম। অধিকাংশ শিক্ষকই (৯৭.১%) বাংলায় লিখা ভাল পাঠ্যপুস্তকের অভাব আছে বলে মনে করেন। সিংহভাগ শিক্ষক

(৯৭.১%) ইংরেজী থেকে বাংলায় বইপত্র অনুবাদ করলে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের উপকার হবে বলে মত প্রকাশ করেন (টেবিল-৯)।

অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ শিক্ষক ইংরাজীতে পাঠদান করেন। বেশ কিছু সংখ্যক (৩২%) বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় এবং খুব ছোট একটি অংশ (৮%) বাংলায় শিক্ষাদান করেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ইংরাজীতে লেখা পাঠ্যবই ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। সিংহভাগ শিক্ষক মনে করেন যে ভাল বাংলা বইয়ের অভাব আছে। তাই অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন যে ইংরাজী থেকে বাংলায় সুঅনুবাদ করলে সুবিধা হবে। এই অনুবাদের সাথে বাংলাদেশের উদারণ সংযোগ করতে পারলে আরও ফলপ্রসু হবে।

টেবিল ৯ : শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যবই ও লাইবেরী সুবিধা

উত্তরদাতা	পাঠদানের মাধ্যম			ইংরাজীতে লেখা পাঠ্যবই		বাংলায় লেখা পাঠ্যবই	
	বাংলা	ইংরাজী	বাংলা ও ইংরাজী	শিক্ষকের আপত্তি নেই	ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহারে সক্ষম	ভাল বই -এর অভাব আছে	ইংরেজী থেকে অনুবাদ ফলপ্রসু হবে
কলেজসমূহের উত্তরদাতা*	২৫ (১৭.৬)	১০ (৭.০)	৯৬ ৬৭.৬)	১৩১ (৯২.২)	১৬ (১১.২)	৭৬ (৫৩.৫)	১৩৮ (৯৭.১)
পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ের উত্তরদাতা	৩ (৭.৮)	৩৩ (৮৬.৮)	১২ (৩১.৫)	৩৭ (৯৭.৩)	১৫ (৩৯.৪)	৩৫ (৯২.১)	৩০ (৭৮.৯)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে
** ৫ম ও ততোধিক স্তম্ভের সংখ্যাগুলো পরস্পর অন্তর্ভূক্তিকর (mutually inclusive)*

কলেজসমূহের তিন-চতুর্থাংশের অধিক শিক্ষক তাঁদের নিজস্ব বিভাগে বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী আছে বলে জানান। তবে এসব লাইব্রেরীতে পর্যাপ্তসংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বই নেই বলে জানিয়েছেন ৬৩% উত্তরদাতা। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকরাই বলেছেন যে বিভাগীয় সেমিনার-লাইব্রেরী আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অধিকাংশ শিক্ষক বলেছেন যে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব আছে।

৪.৩ শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির অন্তরায়

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির যেসব অন্তরায় উল্লেখ করা হয়েছে যেমন শিক্ষক স্বল্পতা, যোগ্য শিক্ষক স্বল্পতা, মাত্রাতিরিক্ত ক্লাসভার এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের স্বল্পতা এর সব গুলো কলেজসমূহের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট। একই ভাবে রিফ্রেসার্স কোর্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং উচ্চতর ডিগ্রীলাভের সুযোগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই কলেজ শিক্ষকদের সমসা প্রকট। সম্ভবত এসব কারণে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাব সৃষ্টি হয় এবং উচ্চাকাংখা সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ৮০% উত্তরদাতা অর্থনীতির কোর্সগুলো পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই বলে জানিয়েছেন। প্রায় ৮২% উত্তরদাতা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সফলভাবে পড়ানোর জন্য যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষক নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৩% শিক্ষকদের ক্লাশ-ভার (Class-load) বেশী বলে মনে করেন। এমনও কলেজ আছে যেখানে দুইজন মাত্র শিক্ষক উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে স্মাতক এবং স্মাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস ভার বহন করেন। আবার কোথাও এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে একজন শিক্ষক ১০/১৫ বছরের স্মাতক (সম্মান) ও স্মাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানোর পর বদলি হয়ে এমন কলেজে গেছেন যেখানে স্মাতক (সম্মান) ও স্মাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয় না। আবার এর উল্টোও হয়েছে: সুদীর্ঘ কাল শুধুমাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক ও ডিগ্রী (পাশ) কোর্স পর্যায়ে পড়িয়ে তারপর বদলি হয়ে এমন কলেজে গেছেন যেখানে তাকে স্মাতক (সম্মান) ও স্মাতকোত্তর কোর্স পড়াতে হয়ে। সরকারী প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে নিয়মে বদলি করা হয়, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম প্রয়োগ এই অবস্থার জন্য অংশিক দায়ী।

মাত্র ৩.৫% শিক্ষকগণ নিয়মিতভাবে প্রন্থাগার ব্যবহার করেন বলে জানিয়েছেন। তবে প্রায় ৩৭% শিক্ষক অনিয়মিতভাবে হলেও গ্রান্থাগার ব্যবহার করেন বলে জানান।

প্রায় ৯০% শিক্ষক বলেছেন, শিক্ষকদের জন্য কোন রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা নেই। উত্তরদাতাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেন প্রায় ৯৯%। একইভাবে ৯৭% উত্তরদাতা শিক্ষকদের জন্য উচচতর ডিগ্রী অর্জনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন (টেবিল-১০)।

এই সব সমস্যা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও অল্প-বিস্তর বিদ্যমান আছে।

৪.৪ শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত

দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী শিক্ষক বর্তমান শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত সন্তোষজনক বলে মনে করেন না এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষকনিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করেন।

৪.৫ শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি

উত্তরদাতাদের প্রায় ৯৭% বর্তমানে প্রতি ক্লাসের সময় এক ঘন্টারও কম বলে জানিয়েছেন এবং তা বৃদ্ধি করা উচিত বলে মনে করেন।

৪.৬ নিয়োগ পাবার সম্ভাবনা

মাত্র ২৩% শিক্ষক-উত্তরদাতা অর্থনীতিতে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরীতে নিয়োগের সম্ভাবনা ভাল বলে মনে করেন। তবে ৫৯% এ সম্ভাবনা মন্দ নয় বলে জানান। বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই (৫৫%) পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের বেসরকারী চাকুরীতে নিয়োগ পাচেছ বলে জানিয়েছেন। মাত্র ২২% জানিয়েছেন যে, তাদের জানা মতে তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী চাকুরী পেয়েছে।

৪.৭ নিয়োগ ক্ষেত্রে সাফল্য

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৪%) উত্তরদাতা অর্থনীতিতে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের

টেবিল ১০ : শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির অন্তরায়সমূহ এবং গ্রন্থগার ব্যবহার

উত্তরদাতা	শিক্ষক সংক্রান্ত তথ্য				দক্ষতা অর্জনের অসুবিধা		গ্রন্থগার ব্যবহার		
					রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা নেই	প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই	উচ্চতর ডিগ্রীলাভের সুযোগ	নিয়মিত	অনিয়মিত
সমস্ত উত্তরদাতা*	শিক্ষক স্বল্পতা	যোগ্য শিক্ষক স্বল্পতা	ক্লাস-ভার বেশী	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত কম	১২৭ (৮৯.৪)	১০০ (৯৮.৫)	১৩৮ (৯৭.১)	৫ (৩.৫)	৫২ (৩৬.৬)
প্রাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ের উত্তরদাতা					১৬ (৪২.১)	২১ (৫৫.২)	৬ (১৫.৭)	১৬ (৪২.১)	৩৩ (৮৬.৮)
	১১৫ (৮০.৯)	১১৭ (৮২.৩)	১০৩ (৭২.৫)	১০৫ (৭৩.৯)					
	৫ (১৩.১)	১৩ (৩৪.২)	১০ (২৬.৩)	১৮ (৪৭.৩)					

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

** সংখ্যাগুলো পরস্পর অন্তর্ভূক্তিকর (mutually inclusive)*

সম্ভাবনা ভাল বলে মনে করেন। তবে প্রথমচাকুরী পেতে তাদের গড়ে ১-৩ বছর লেগে যায় বলে ৬৩% উত্তরদাতা মনে করেন।

৫. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে চাকুরীরত ব্যক্তিদের থেকে তথ্য

অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং কর্মরত ১৪৪ জনের কাছ থেকে উত্তর নেয়া হয়। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রাপ্ত ১৫ জন (১০%) এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ডিগ্রী প্রাপ্ত ১২৮ জন (৯০%)। এই কর্মচারীদের মধ্যে ৫৮% আর্থিক সংস্থায়, ১৮% সরকারী প্রতিষ্ঠানে, ১২.৫% এন.জি.ও. তে এবং বাকীরা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ছিল (টেবিল-১১)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

টেবিল ১১ : ডিগ্রীদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্মস্থল অনুযায়ী কর্মচারীদের বিন্যাস

ডিগ্রীপ্রাদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়	চাকুরীজীবির সংখ্যা	চাকুরীজীবি যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত			
		সরকারী	আর্থিক সংস্থা	এনজিও	অন্যান্য
সকল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৪	২৫	৮৫	১৮	১৭
	(১০০)	(১৭.৪)	(৫৮.৩)	(১২.৫)	(১১.৮)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৫৪				
	(৩৭.৫)				
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫				
	(২৪.৩)				
অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়	৪০				
	(২৭.৮)				
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১৫				
	(১০.৪)				

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

কলেজসমূহ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং চাকুরিরতদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এ কারণে পরবর্তী আলোচনা ও মন্তব্য মূলতঃ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত চাকুরীজীবির ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য।

৫.১ চাকুরিরত ব্যক্তিদের পদবিন্যাস

ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৩% জুনিয়র কর্মকর্তা, ২৬% জুনিয়র একজিকিউটিভ, ২৫% একজিকিউটিভ, ৫% সিনিয়র একজিকিউটিভ এবং অন্যান্য পর্যায়ে কাজ করছিল (টেবিল-১২)।

৫.২ চাকুরিরত ব্যক্তিদের শিক্ষার মান

চাকুরীরতদের মধ্যে শিক্ষা জীবনে মাষ্টার্স পর্যায়ে ৪% প্রথম শেণী, ৪৩% উচচতর দ্বিতীয় শ্রেণী, ৪৮% দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৫% তৃতীয় শ্রেণী পেয়েছিল।

৫.৩ চাকুরিরত ব্যক্তিদের পূর্ব অভিজ্ঞতা

ন্নাতক বা তৎপরবর্তী সময়ে অনেকের (৫৪%) খন্ডকালীন কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এর মধ্যে ২৮% প্রাইভেট টিউশন, ১৩% গবেষণা সহকারী, ২% আই. টি. সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন (টেবিল-১৩)।

টেবিল ১২ : পদ ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্ব অনুযায়ী কর্মচারীদের বিন্যাস

	পদস্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল			
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	মোট
জুনিয়র কর্মকর্তা	৬	৪১	১	৪৮ (৩৩.০)
নির্বাহী কর্মকর্তা	২	৬৮	৩	৭৩ (৫১.০)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১	৬	-	০৭ (৫.০)
অন্যান্য	-	১৬	-	১৬ (১১.০)
মোট	৯ (৬.৩)	১৩১ (৯০.৭)	৪ (২.৮)	১৪৪ (১০০)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

৫.৪ চাকুরী প্রাপ্তির সময়

ডিগ্রী প্রাপ্তির পর কারো কারো চাকুরী পেতে বেশ সময় লেগেছিল।

৫.৫ অর্থনৈতিক শিক্ষার মানোন্নয়ন

টেবিল ১৩ : পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে চাকুরিরত ব্যক্তিদের বিন্যাস

অভিজ্ঞতা		সংখ্যা	
পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন		৭৮ (৫৪.০)	
	প্রাইভেট টিউশনি		৪০
	গবেষণা সহকারী		১৯
	আই.টি. সহকারী		৩
	অন্যান্য		১৬
পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না		৬৬ (৪৬.০)	
মোট		১৪৪ (১০০)	

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

অর্থনীতি শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়ার কথা বলেছেন অনেক উত্তরদাতা চাকুরীরত ব্যক্তি।

(ক) কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সংযোজন,
(খ) কর্ম বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য নির্ণয়,
(গ) ইংরেজী ভাষার উপর কোর্স সংযোজন, এবং
(ঘ) শিক্ষার সাথে গবেষণার পূর্ণ সংযোগ সৃষ্টি।

৬. *অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্মরত অফিস/দপ্তর প্রধান থেকে তথ্য*

৬৭টি অফিস বা দপ্তর প্রধানকে এই জরিপের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল। এর মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও অন্যান্য) প্রায় শতকরা ৫০ শতাংশ। ব্যাংক (সরকারী ও বেসরকারী) প্রতিষ্ঠান ৬৪ শতাংশ। বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অংশ ছিল প্রায় ৬ শতাংশ। সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাংক, পরিকল্পনা কমিশন, রাজস্ব বোর্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারী ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, NGO ইত্যাদি পনিধানযোগ্য (টেবিল-১৪)। আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে চাকুরিরত ব্যক্তিদের একটি ক্ষুদ্র অংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। ***সে কারণে এ অধ্যায়ের ও পরবর্তী আলোচনা ও মন্তব্য মূলতঃ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।***

নমূনায় অর্ন্তভূক্ত অফিসসমূহে কর্মরতরা সাধারণত পরীক্ষায় তাদের ভাল করা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য বিষয়ে পাশ করা দুর্বল ফল করাদের তুলনায় তারা চাকুরীর জন্য পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে ভাল করে চাকুরী পেয়েছে।

৬.১ *অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্তদের পদবিন্যাস*

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহে অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্ত কর্মচারীরা বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানে অর্থ, হিসাব ব্যবস্থাপনা কাজ প্রায় ৩৩ শতাংশ নিয়োজিত। শিক্ষা / গবেষণা কাজে প্রায় সমপরিমান কাজ করছেন। সার্বিক ব্যবস্থাপনার কাজে আছেন প্রায় ২৭ শতাংশ। অবশিষ্ট কর্মচারীরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (NGO) কাজ করছেন (টেবিল-১৪)।

৬.২ *অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্তদের সার্বিক জ্ঞান*

অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্ত কর্মচারীদের সার্বিক জ্ঞান সম্বন্ধে তাদের অফিস/দপ্তর প্রধান খুব ভাল ধারনা পোষণ করেন। প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ অফিস প্রধান মনে করেন যে অর্থনীতিতে পাশ করা কর্মচারীদের সার্বিক জ্ঞান ভাল। প্রায় ৫৪ ভাগ মনে করেন যে এই সব কর্মচারীদের জ্ঞান পরিধি মাঝারী ধরনের। প্রায় শতকরা ৩ ভাগ ভাল ধারণা পোষণ করেন না। প্রায় ১১ ভাগ কোন মন্তব্য করেন নি (টেবিল-১৫)।

৬.৩ *অর্থনীতির ডিগ্রীধারীদের দক্ষতা প্রসঙ্গে*

অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দক্ষতা অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত কর্মচারীদের তুলনায় ভাল বলে অধিকাংশ অফিস প্রধান মন্তব্য করেন। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানের অফিস প্রধানের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ

টেবিল ১৪ : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অফিস প্রধানদের বিন্যাস

প্রতিষ্ঠান	ব্যবস্থাপনা	আর্থ/হিসাব	শিক্ষা/গবেষণা	এনজিও	মোট
সরকারী*	৩	৫	৪	-	১২
আধা সরকারী	-	-	২	-	২
শিক্ষা ও গবেষণা	২	১	১	-	৪
এন.জি.ও	১	-	৩	-	৪
ব্যবসা	৪	৩	-	-	৭
ব্যাংক**	১২	১৫	১২	৪	৪৩

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে
** ব্যাংক ব্যতিরেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন, রাজস্ব বোর্ড উলে-খযোগ্য।*
*** ব্যাংকসমূহে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকের সংখ্যা প্রায় সমান।*

অর্থনীতিতে পাশ করা কর্মচারীদের দক্ষতা ভাল মানসম্পন্ন বলে মনে করেন। শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ অফিস প্রধান অবশ্য এদেরকে মাঝারি দক্ষতার অধিকারী বলে জানিয়েছেন। শতকরা প্রায় ৫ ভাগ এদের দক্ষতা খারাপ বলে অভিমত দেন। শতকরা প্রায় ৬ ভাগ কোন মন্তব্য করেননি।

টেবিল ১৫ : কর্মচারীদের সার্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রসঙ্গে অফিস প্রধানগণ

গুনাগুন	গুনের মাত্রা			
	ভাল	মাঝারী	ভাল নয়	মন্তব্যেবিরত
সাবিক জ্ঞান	২০	৩৮	২	৭
	(৩০.০)	(৫৪.০)	(৩.০)	(১১.০)
দক্ষতা	৩৫	২৫	৩	৪
	(৫২.০)	(৩৮.০)	(৫.০)	(৬.০)

টীকা: বন্ধনীবেষ্টিত সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা হার নির্দেশ করে

৬.৪ অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে

অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছিল। যে বিষয়ের উপর তারা সবচেয়ে গুরূত্ব আরোপ করেন তা হলো ব্যবহারিক/প্রয়োগিক অর্থনীতিতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। শতকরা ৩১ ভাগ অফিস প্রধান এই বিষয়টি সর্বাগ্রে স্থান দেন। এর পরই যে দিক গুরূত্ব পেয়েছে তা হলো বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্মন্ধে ধারনা। শতকরা ১১ ভাগ অফিস প্রধান এই অভিমত পোষণ করেন। এর পর স্থান পায় যথাক্রমে সহবিষয় প্রতিষ্ঠান এর অভিজ্ঞতা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা। শতকরা ৯ ভাগ অফিস প্রধান এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

৬.৫ অর্থনীতি ডিগ্রী প্রাপ্তদের ভবিষ্যতে চাকুরীর সুপারিশ প্রসঙ্গেঃ

অর্থনীতি বিষয়ে সনদ প্রাপ্তদের ভবিষ্যতে চাকুরী প্রাপ্তির সম্ভাবনা মোটামুটি আশাপ্রদ। শতকরা প্রায়

৮০ ভাগ অফিস প্রধান তাঁদেরকে ভবিষ্যতে চাকুরীতে সুপারিশ করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রায় ১৬ শতাংশ অফিস প্রধান অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রাপ্তদেরকে ভিন্ন মনে করেন না।

৭. *রিপোর্টের সীমাবদ্ধতা*

বাংলাদেশে অর্থনীতি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যে মতামত স্পষ্ট হয়েছে তা সীমিত কয়েকটি বিষয়ভিতিক। এর বাইরে শ্রেণীকক্ষের অবস্থা, সার্বিক পরিবেশ, ছেলেমেয়েদের আবাসিক অবস্থা, শিক্ষকদের আর্থিক ও গবেষণর সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো সময় ও বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে জরিপের আওতায় আনা যায়নি। দ্বিতীয়ত, চাকরিরত ব্যক্তিদের মধ্যে যে নমুনাজরিপ পরিচালিত হয়েছে সেই নমুনার (sample) মাত্র শতকরা ১০ ভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। চাকুরীরত ব্যক্তিরা যে সব কর্মসংস্থানে আছেন এবং এই সব ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে যে দক্ষতা এবং অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মূলত: সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে নয়।

৮. *সারসংক্ষেপ ও উপসংহার*

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হ'ল:

৮.১ *পাঠরত অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য*

(ক) অর্থনীতির পঠন থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশা অনেক বেশী।

(খ) অনেকে মত দিয়েছেন যে, সিলেবাস সনাতন তাই এতে নতুন ধারনার সংযোজন প্রয়োজন।

(গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, গ্রন্থাগারে ছেলেমেয়েদের নিয়মিতভাবে পড়াশুনা তেমন না করা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পড়াশুনা বলতে গেলে উন্নত মানের কোন বই না পড়া এমনকি সেগুলোর নাম না জানা এবং পেশাগত জার্নাল না পড়ার বিষয়গুলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

(ঘ) অর্থনীতির শিক্ষাদানে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিক উপেক্ষিত ও বাংলাদেশকে ভালভাবে জানার সুযোগহীনতা বিরাজমান।

(ঙ) খুব কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী জানিয়েছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশে উচচশিক্ষা অর্জনে সহায়ক হবে। এর বিকল্প হিসাবে নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতর শিক্ষা অর্জন সুযোগও একেবারেই সীমিত।

(চ) শিক্ষা শেষে চাকুরী লাভের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা বেশ অনিশ্চিত। পরীক্ষা শেষে বা ডিগ্রী লাভের এক বছরের মধ্যে অল্প কিছু ছাত্রছাত্রীর চাকরী পাওয়ার পত্যাশা এবং চাকুরি পেতে

দুই, তিন এমনকি চার বছরও সময় লাগবে বলে অনেকে আশা করলেও প্রকৃতপক্ষে এই আশার উপর তাদের তেমন ভরসা নেই। অর্থনীতির পঠন ব্যবস্থার সাথে দেশের সার্বিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টিও জড়িত।

৮.২ শিক্ষকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য

(ক) প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়; যার ফলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুকূল নয়।

(খ) প্রয়োজনের তুলনায় যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সম্ভবত অপেক্ষাকৃত ভাল শিক্ষাগত উৎকর্ষ সম্পন্ন অনেক ব্যক্তি অধিকতর আর্থিক সুবিধার জন্য অন্য পেশা বেছে নেন; সীমিত আর্থিক সুবিধা, যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা এবং অধিকতর উচচ শিক্ষার সুযোগের অভাব এর জন্য আংশিক দায়ী।

(গ) পাশ করার পর ছাত্রছাত্রীদের চাকুরী পাওয়ার সম্ভবনা উজ্জল নয়। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাও বেশ বিলম্বে চাকুরী পান।

৮.৩ ্লাতক ও্লাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্তদের থেকে তথ্য

এই তথ্যগুলো মূলত: অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ক) অর্থনীতিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত চাকুরীজীবিরা চাকুরি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

(খ) চাকুরীজীবি ব্যক্তিরা মনে করেন যে অর্থনীতির সিলেবাসে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কোর্স এবং ইংরেজী ভাষা সংক্রান্ত কোর্স থাকা বা বাড়ানো উচিত।

(গ) শিক্ষার সংগে কর্মবাজারের সামঞ্জস্য বিধান করার পক্ষে চাকুরীরত ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেন। শিক্ষিত বেকারত্বের আধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষিতদের চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

৮.৪ অর্থনীতির পটভূমি-সম্পন্ন চাকুরীজীবিদের অফিস/দপ্তর প্রধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য

এই তথ্যসমূহও মূলত: অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ক) অর্থনীতিতে পাশ করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক জ্ঞান ভাল বলে জানিয়েছেন ৩০ শতাংশ অফিস প্রধান। অধিকাংশ সম্বন্ধে মন্তব্য হচ্ছেঃ মাঝারি বা খারাপ।

(খ) অর্থনীতিতে পাশ করা কর্মকার্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা তুলনামুলকভাবে ভাল বলে মনে করেন অর্ধেক অফিস প্রধান। অন্যান্যদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তারা মাঝারি অথবা নিম্মান সম্পন্ন।

(গ) অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করলে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে অফিস প্রধানগণ মনে করেন।

(ঘ) শিক্ষাকালে বা তৎপরবর্তীকালে সহবিষয় প্রতিষ্ঠানে Internship-এর অভিজ্ঞতাও

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে অফিস প্রধানরা মনে করেন।

(ঙ) অধিকাংশ অফিস প্রধান অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীকে ভবিষ্যতে চাকুরীর জন্য সুপারিশ করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তদুপরি এসকল অফিস প্রধানরা সাধারণত ভাল ফলাফল করা ছাত্র-ছাত্রী। কে নিয়োগ দিয়েছেন এবং অফিস প্রধানদের মতে অনেকের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা ব্যাপক এদের কাজ কর্মের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাদের মতামত দিয়েছেন। অর্থনীতিতে পাশ করা আরো বহু ছেলে-মেয়ের অর্জিত মান অত্যন্ত খারাপ।

৯. *সুপারিশ*

বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের অর্থনীতির শিক্ষাদান বিভিন্নমূখী গুরুতর সমস্যায় জজ্জরিত। আলোচ্য গবেষণার পরিপেক্ষিতে "বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত স্বাধীন কমিশন" নিম্মোক্ত কয়েকটি প্রধান সুপারিশ পেশ করছে।

(১) প্রয়োজনীয় যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা নিশ্চিত করে শিক্ষা দান কর্মসূচী চালানো উচিত।

(২) ক্লাশ ও ক্লাশের বাইরে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যাপ্ত সময় দেবেন এই বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার।

(৩) সিলেবাস সুসংজ্ঞায়িত করা জরুরী। সিলেবাসের আলোকে তত্ত্বভিক্তিক প্রয়োগিক জ্ঞান, বিশেষ করে বাংলাদেশ অর্থনীতির সম্যক জ্ঞানের প্রকট অভাব দূর করা বিষেশভাবে দরকার।

(৪) বাংলায় ভাল টেক্সট বই, এমনকি অর্থনীতির তত্ত্বভিত্তিক বাংলাদেশের জ্ঞান সম্পন্ন ইংরেজি বই পাওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ দরকর। এই নিমিত্ত উপযুক্ত লেখক আকৃষ্ট করার জন্য সম্মানী প্রয়োজনীভাবে বৃদ্ধি করা দরকার, প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারী ও বেসরকারী) সম্মানী আকর্ষনীয় নয়।

(৫) বাংলায় লেখা যথাযথ মানের বই এর শুন্যতা পূরনের জন্য ধ্রুপদী ও আকরগ্রন্থ সুঅনুবাদ করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় এ ব্যাপারে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বাস্তবমূখী উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৬) কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় লাইব্রেরীতে উপরোক্ত বইসহ পেশাগত সাময়িকী এবং লেখা পড়া করার প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করা বাঞ্চনীয়।

(৭) শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের উচ্চতর অর্থনীতি ও নতুন বিকাশপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ে সাথে পরিচয় করানো সবিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ (রিফের্সাস কোর্স)-এর ব্যবস্থা করা উচিত।

(৮) অর্থনীতি বিষয়টি ক্রমান্নয়ে গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞানমুখী হচ্ছে। শিক্ষকদের এই সব বিষয়ে

পারদর্শিতা থাকা বাঞ্চনীয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া দরকার।

(৯) শিক্ষকদের নানা রকম প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করতে হয় যার সাথে আর্থিক সুবিধাদি যুক্ত থাকে। এই অবস্থায় শিক্ষাদান ও গবেষণাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আকর্ষণীয় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা থাকার সবিষেশ প্রয়োজন।

(১০) বাংলাদেশের বরাতে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায়, শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যত গবেষণা কর্ম রয়েছে তা সংগ্রহ করে বিষয়ভিত্তিক reading material তৈরী করা প্রয়োজন।

(১১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পর্যাপ্ত শিক্ষার উপকরণ বিশেষ করে আধুনিক উপকরণ যেমন কম্পিউটার, মালটিমিডিয়া, অনলাইন ইত্যাদি থাকা বাঞ্চনীয়। যে সব প্রতিষ্ঠানে এর ঘাটতি আছে তা পূরণ করা দরকার। অন্যথায় ঘাটতি-সমস্যাসঙ্কুল প্রতিষ্ঠানে সম্মান ও স্মাতকোত্তর কার্যক্রম নয়।

(১২) ধ্রুপদী এবং আকরগ্রন্থের মূল ভাষা প্রায়শঃ ইংরেজী। এই জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের ইংরেজী ভাষায় পঠনযোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা করা দরকার। এতদপক্ষে English for Economics এই ধরণের সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন আবশ্যক।